সংবাদ সাময়িকী
সংবাদ সাময়িকী
সংবাদ সাময়িকী
সংবাদ সাময়িকী

বৃহস্পতিবার
১২ জানুয়ারি ২০২৩
২৮ পৌষ ১৪২৯
১৮ জমাদিউস সানি ১৪৪৪
রেজি. নং ডিএ-৬২
৭২ বর্ষ, ২৩৪ সংখ্যা
১৬ পৃষ্ঠা : মূল্য ৮ টাকা

প্রকাশনার ২ বছর
সংবাদ
www.sangbad.net.bd • www.thesangbad.net

৩ বছরের শুরুতেই নতুন শহর দখলের দাবি রাশিয়ার
৫ কোভ ইনজুরিতে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে বীজতলা : দুশ্চিন্তায় কৃষকরা
৬ মেট্রোরেলেও লেগেছে পোস্টার
১৩ ছয় দেশ থেকে জ্বালানি তেল ও চিনি কিনবে সরকার

বেপরোয়া গতি কাড়ছে প্রাণ

তরিকুল ইসলাম

বাংলাদেশে যত সড়ক দুর্ঘটনা ঘটে তার মধ্যে শতকরা ৪৩ শতাংশ ক্ষেত্রেই দায়ী অতিরিক্ত গতিতে গাড়ি চালানো। ৩১ শতাংশ ক্ষেত্রেই দ্বিতীয় প্রধান কারণ এই বাড়তি গতি।

সড়ক দুর্ঘটনার ওপর গবেষণা করে এমনটাই জানিয়েছেন বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের দুর্ঘটনা গবেষণা ইনস্টিটিউট-এআরআই। তাই দুর্ঘটনার ঝুঁকি কমাতে গাড়ির গতি নিয়ন্ত্রণে আনতে বলেছে সংস্থাটি।

দেশে প্রতিনিয়ত সড়ক দুর্ঘটনায় মারা যাচ্ছেন যানবাহনের চালক-যাত্রী। বাদ যাচ্ছেন না সাধারণ পথচারীও। সড়কে চলতে গিয়ে দুর্ঘটনায় পড়ে লাশ হয়ে ফিরতে হচ্ছে অনেক পথচারীকে। কোনোভাবেই সড়কে মৃত্যুর মিছিল থামছে না। বরং সড়কে বেপরোয়া গতির গাড়ির চাপায় ও ধাক্কায় পথচারীর মৃত্যুর সংখ্যা বাড়ছে। রোড সেইফটি ফাউন্ডেশন বলছে, দেশে গত জানুয়ারি থেকে নভেম্বর পর্যন্ত ১১ মাসে বিভিন্ন যানবাহনের ধাক্কায় ও চাপায় পথচারী মারা গেছেন ১ হাজার ২৫৮ জন।

বর্তমান সময়গুলোতে বাংলাদেশ সড়ক দুর্ঘটনায় অনেকদূর এগিয়েছে। আন্তর্জাতিক বিশ্বে বাংলাদেশ বর্তমান সময়ে বহুবিধ বিষয়ে এগিয়ে আছে। বিশ্বের দেশে দেশে আমাদের দেশের সুনাম ও সুখ্যাতি ব্যাপকভাবে অগ্রগামী। আর ওই সুনাম আর সুখ্যাতিকে মলিন করে দিচ্ছে দেশের সড়ক দুর্ঘটনা।

এমন কোনো দিন নেই, এমন কোনো সময় নেই যে দিনে বা সময়ে আমাদের দেশের সড়ক ও মহাসড়কগুলোতে সড়ক দুর্ঘটনা ঘটছে না। সড়কে ও মহাসড়কে আহতদের আর্তনাদ আর নিহতদের পরিবার-পরিজনের বুকভরা কান্না যে কোনো মানুষকে কাঁদিয়ে ছাড়ছে। সড়ক দুর্ঘটনার অন্যতম কারণগুলোর মধ্যে নিয়ন্ত্রণহীন গতিতে অর্থাৎ অতিরিক্ত গতিতে যানবাহন পরিচালনা। সড়কে সড়কে দুর্ঘটনা নয়, রক্তঝরা নয়, লাশ নয়, নিরাপদ সড়কই একমাত্র তার সমাধান, সড়ক ও মহাসড়কগুলো নিরাপদ রাখাই বর্তমানের সর্বাপেক্ষা কাজ।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, সড়কে যানবাহনের বেপরোয়া গতির কারণে দুর্ঘটনা ঘটেছে ৬১ দশমিক ৮০ শতাংশ। পথচারীদের অসতর্কতা ও অবহেলার জন্য ৩৮ দশমিক ২০ শতাংশ দুর্ঘটনা ঘটেছে। তবে সড়কে পথচারী মারা যাওয়ার পেছনে আরও অনেক কারণের কথা বলছেন সংশ্লিষ্টরা।

যানবাহনের অতিরিক্ত গতি, মাদক গ্রহণ করে গাড়ি চালানো, সড়কের সাইন-মার্কিং-জেব্রা ক্রসিং চালক ও পথচারীদের না মানার প্রবণতাকে বড় কারণ হিসেবে চিহ্নিত করছেন তারা। এছাড়া যথাস্থানে সঠিকভাবে ফুটওভার ব্রিজ নির্মাণ না করা এবং ব্যবহার উপযোগী না থাকা, রাস্তায় হাঁটা ও পারাপারের সময় মোবাইল ফোনে কথা বলা, হেডফোনে গান শোনা, চ্যাটিং করা এবং সড়কঘেঁষে বসতবাড়ি নির্মাণ ও সড়কের ওপর হাটবাজার গড়ে ওঠায় পথচারী নিহতের ঘটনা বাড়ছে।

সড়কে পথচারী নিহতের দুর্ঘটনা বিশ্লেষণ করে সংশ্লিষ্টরা বলছেন, সড়ক দুর্ঘটনায় পথচারী নিহতের ঘটনা সবচেয়ে বেশি হচ্ছে মহাসড়কে। পথচারীর প্রাণহানির দিক থেকে এরপরেই রয়েছে আঞ্চলিক সড়ক। তারপর রয়েছে গ্রামীণ সড়ক। শহরের সড়কগুলো পথচারী নিহতের ঘটনায় সর্বশেষে রয়েছে।

জানা গেছে, ঢাকাসহ সারাদেশের সড়কেই বাড়ছে মোটরবাইকের সংখ্যা। এদিকে রাইড শেয়ারিংয়ে মোটরবাইকের ব্যবহারও দিন দিন বাড়ছে। ফলে ঢাকার অনেক রাস্তাই থাকে এই যানটির দখলে। বেপরোয়া গতিতে যানবাহন চালানোয় সড়কপথে দুর্ঘটনা বাড়লেও অধিকাংশ মহাসড়কেই যানবাহনের গতি পরিমাপক যন্ত্রের কোনো ব্যবহার নেই। এ সুযোগে চালকরা একটু ফাঁকা রাস্তা পেলেই বেপরোয়া গতিতে চালাচ্ছেন যানবাহন। আর এতেই বাড়ছে দুর্ঘটনার সংখ্যা।

> কোন কোন সময় নির্দিষ্ট স্থানে গতি পরিমাপক যন্ত্র বসানোর পর দুই-একটি যানবাহনের চালকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার পরপরই তা অন্য চালকরা জেনে যান। এ কারণে তারা ওই স্থানে আসার আগেই যানবাহনের গতি কমিয়ে দেন। আবার স্থানটি পার হওয়ার পরপরই গতি বাড়িয়ে দেন। এ কারণে শুধু গতি পরিমাপক যন্ত্র দিয়ে গতিরোধ করা সম্ভব হচ্ছে না

কোন কোন সময় নির্দিষ্ট স্থানে গতি পরিমাপক যন্ত্র বসানোর পর দুই-একটি যানবাহনের চালকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার পরপরই তা অন্য চালকরা জেনে যান। এ কারণে তারা ওই স্থানে আসার আগেই যানবাহনের গতি কমিয়ে দেন। আবার স্থানটি পার হওয়ার পরপরই গতি বাড়িয়ে দেন। এ কারণে শুধু গতি পরিমাপক যন্ত্র দিয়ে গতিরোধ করা সম্ভব হচ্ছে না।

সঠিক গতিতে যানবাহন চলাচল না করাও সড়ক দুর্ঘটনার অন্যতম কারণ। মহাসড়কে পথচারীর মৃত্যুর ঘটনা সবচেয়ে বেশি। এআরআইয়ের এক গবেষণা তথ্য বলছে– সব ধরনের সড়ক দুর্ঘটনার ৮৪ শতাংশ ঘটে অতিরিক্ত গতির কারণে। সোজা পথে দুর্ঘটনা ঘটে ৬৭ শতাংশ, বাকিটা সড়কের বাঁকে। সোজা পথে যানের গতিও থাকে বেশি। ওই গবেষণায় দেখা যায়, ৩০ কিলোমিটার গতির একটি যান যদি কোনো মানুষকে ধাক্কা দেয় তাহলে তার বেঁচে থাকার সম্ভাবনা থাকে ৯৫ শতাংশ। এই গতি ৪০ হলে বাঁচার সম্ভাবনা থাকে ৪৫ শতাংশ। আর যানের গতি ৫০ কিলোমিটার হলে ধাক্কা লাগা ব্যক্তির বেঁচে থাকার সম্ভাবনা থাকে মাত্র ৫ শতাংশ।

দুর্ঘটনা রোধ করতে সড়কের বিশৃঙ্খলা কমাতে হবে। বিশৃঙ্খলা কমাতে যে ধরনের পরিকল্পনা করার কথা এবং যে আইনের বাস্তবায়নের দরকার, সেই বিষয়গুলো না করে সড়কে বিশৃঙ্খলা বাড়ানো হচ্ছে। ফলে দুর্ঘটনা নিয়ন্ত্রণে আসছে না। সড়কে বিশৃঙ্খলা তৈরি করার অন্যতম উপাদান ছোট ছোট যানবাহন। এর মধ্যে অন্যতম মোটরসাইকেল। এসব বাহন সড়কে ঝুঁকি তৈরি করছে। একই সঙ্গে সব যানবাহনের গতি নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। সড়ক নিরাপদ করতে সুশৃঙ্খল করার কোনো বিকল্প নেই।

সড়ক দুর্ঘটনা কমানোর জন্য কয়েকটি পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে; সেগুলো হলো– সড়কে অতিরিক্ত গতিতে যানবাহন না চালানো, মাদক গ্রহণ করে যানবাহন না চালানো, দুর্ঘটনাপ্রবণ সড়ক ও মহাসড়কে সিসি ক্যামেরা স্থাপন, সড়ক পরিবহন আইন-২০১৮ কঠোরভাবে বাস্তবায়ন, জাতীয় ও আঞ্চলিক মহাসড়কের পাশ থেকে হাটবাজার অপসারণ, ফুটপাত দখলমুক্ত করা, দেশের সড়ক-মহাসড়কে রোড সাইন (ট্রাফিক চিহ্ন) স্থাপন ও জেব্রা ক্রসিং অঙ্কন, গণপরিবহন চালকদের প্রফেশনাল ট্রেনিং ও নৈতিক শিক্ষার ব্যবস্থা, পথচারী ও গণপরিবহনবান্ধব সড়ক পরিবহন বিধিমালা প্রণয়ন ও তার বাস্তবায়ন। এ বিষয়গুলোর বাস্তবায়ন হলেই দুর্ঘটনা অনেকটা কমে আসবে।

[লেখক : অ্যাডভোকেসি অফিসার (কমিউনিকেশন), রোড সেইফটি প্রকল্প, স্বাস্থ্য সেক্টর, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন]

Link: https://sangbad.net.bd/opinion/post-editorial/85246/